খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। জুলেখার রান্না খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে মালেক এবং জিনিয়া। এদেশে বড় হলেও নায়লা তাদেরকে একরকম জোর করেই মশল্লা দেয়া খাবার খেতে শিখিয়েছে। বাংগালীর ছেলেমেয়েয়ারা শুধু বিদেশী খাবার খাবে, এটা তার সহ্য হত না। সবাইকে ডেক-এ নিয়ে বসাল জুলেখা, চা বানিয়ে নিয়ে এল। চমৎকার বাতাস বইছে, শেষ বেলার অবশিষ্ট আলোটুকু দূরের আকাশে এখনও আলতো করে লেপটে আছে। গাঢ় বেগুণী রঙের মেঘে আঁধারের ইঙ্গিত।

"একটু পরেই চাঁদ উঠবে," জুলেখা একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল। "আমি প্রতিদিন রাতে এখানে বসে জ্যোৎস্না দেখি। কি যে ভালো লাগে!"

মালেক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "মাও খুব জ্যোৎস্না পছন্দ করত! "

জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ। মা আবার গান গাইত। 'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' । জোর করে সবাইকে ডেকে বাইরে নিয়ে এসে গান শোনাত। তখন খুব বিরক্ত লাগত।" হঠাৎ থেমে গেল সে। তার গলা ভিজে এসেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,"এখন খুব মিস করি মাকে। তার গাওয়া একটা গান পর্যন্ত রেকর্ড করে রাখিনি। রাখলে এখন মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম।" তার কণ্ঠস্বর বুজে এলো।

মালেক বোনের পিঠে হাত বোলাল। "মন খারাপ করিস না। আমি তো মা'র গান পরিষ্কার শুনতে পাই। রেকর্ডের দরকার হয় না।"

মিজান বলল, "আমার কাছে হয়ত থাকতে পারে। ভিডিওগুলো সব বের করে দেখতে হবে। "

জিনিয়া বাঁকা গলায় বলল, "তোমাকে দেখতে হবে না। আমিই খুঁজে বের করব। ভিডিওগুলো সব কোথায় রেখেছ?"

"আমার স্টাডিতে। আলমারীটার মধ্যে। চাবি পাশের ড্রয়ারে।"

জুলেখা মৃদু গলায় বলল, "জিনিয়া, তোমার মায়ের গানগুলো দিয়ে আমি তোমার জন্য একটা ডিভিডি বানিয়ে রেখেছি। দশটা গান পেয়েছি। কি সুন্দর ছিল নায়লা ভাবী! তাকিয়ে থাকার মত।"

মালেক এবং জিনিয়া অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। জিনিয়া বলল,"সত্যি! তুমি কি করে জানলে আমি মায়ের গান শুনতে চাই?"

মুচকি হাসল জুলেখা। "তুমি ছোটবেলায় ঘুমানোর সময় তোমার মাকে বলতে গান গাইতে। তোমার বাবা সেটাও রেকর্ড করেছিলেন। খুব কিউট ছিলে তুমি। তোমরা দু'জনাই।"

মালেক বলল, "আমাকে খুশী করার জন্য কিছু বলতে হবে না। আমি যে দেখার মত কিছু নই, সেটা আমি জানি। দেখছ না, এখনও একলা।"

জুলেখা চটুল গলায় বলল, "সেটা নিশ্চয় তোমার কারণেই। খুব খুঁতখুঁতে বোধহয়। ঠিক বলেছি?"

জিনিয়া তাকে সমর্থন করল, "একেবারে ঠিক বলেছ। কাউকেই তার পছন্দ হয় না। কেউ বেশী আধুনিক, কেউ বেশী উগ্র, কেউ বেশী জ্ঞানী – কি খুঁজছে নিজেই জানে না।"

আপত্তি জানাল মালেক। "আরে, বাজে কথা বলিস না। ওসব কিছু না। প্রেমে না পড়ে বিয়ে করতে চাই না।"

জিনিয়া বলল, "প্রেমে পড়তে হলে তো চেষ্টা করতে হবে। ঘরে একা একা বসে থাকলে তো আর প্রেম হবে না।"
"হবার হলে এমনিই হবে," মালেক লাজুক গলায় বলল। "বলে কয়ে প্রেমে পড়া যায় না। প্রথম দেখাতেই হয়ে যায়।"
"ঐ আশাতেই থাক তুই," জিনিয়া ছদ্ম রাগ দেখাল। "বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস খেয়াল আছে? ত্রিশ তো হল। আর কত দিন তার পথ চেয়ে থাকবি?"
"এই আলাপ রাখ," মালেক বোনের মাথায় একটা হাল্কা চাটি দেয়।
জুলেখা কুলকুলিয়ে হেসে ওঠে। "তোমাদের দুজনকে দেখে খুব ভালো লাগছে। আমার কোন ভাই বোন নেই।"
আলোর শেষ চিহ্ন মুছে যেতে চাঁদের রুপালী আভায় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল। পুর্ণীমা হতে এখনও কয়েক দিন বাকী। কিছুক্ষণ নীরবে সেই অপুর্ব সুন্দর দৃশ্যটা উপভোগ করল ওরা।
জিনিয়া বলল, "অনেক দিন পর আবার আমরা তিনজন একসাথে এভাবে বসলাম।"
মিজান শুকনো গলায় বলল, "তোদেরকে খুব মিস করেছি রে। দু'জনে যে যার মত চলে গেলি।"
জিনিয়া খোঁচা দিল, "তাতে তোমার তো খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। জুলেখার মত সুন্দরী, যুবতী বউ আছে তোমার!"
খিল খিল করে হাসল জুলেখা। "এই, জঙ্গলে যাবে তোমরা? চাঁদের আলোয় বনের মধ্যে হাঁটতে খুব ভালো লাগে। একটা আলো আধারীর খেলা হয় গাছের পাতায় পাতায়। যাবে?"
মিজান বাঁধা দিল, "এই রাতে না যাওয়াটাই ভালো..."
জিনিয়া বলল, "কেন বাবা? আমি আর ভাইয়া তো কত গেছি। মনে নেই তোমার? আমরা যখন টিন এজার ছিলাম। মাও তো মাঝে মাঝে যেত আমাদের সাথে। ভাইয়া, ওয়ালনাট গাছের নীচের গুহাটার কথা মনে আছে তোর? ছোটবেলায় আমরা ওখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম আর বাবা আমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যেত। এতো বোকা বানাতাম বাবাকে আমরা!" মন খুলে হাসছে জিনিয়া। খুব ভালো লাগছে মিজানের। ছেলেমেয়ে দুটো কাছে থাকলে বাড়ীটার আবহাওয়াই পালটে যায়। জুলেখার সাথে তাদের ভাব হয়েছে দেখে আরোও ভালো লাগছে। এটা তার কল্পনারও বাইরে ছিল।
মালেক বলল, "চল, হেঁটেই আসি একটু। পুরানো দিনের স্মৃতি মনে পড়ে যাবে। বাবা, তুমিও চল।"
জুলেখা ইতিমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে। জিনিয়াও তার সঙ্গ নিল। মিজান বলল, "তোরা যা, আমি একটু বসে থাকি এখানে। বেশী দেরী করিস না।"
ওরা তিনজন সিঁড়ি বেয়ে নীচের ঘাসে নেমে গেল। সবার আগে চলছে জিনিয়া। একটু পেছনে জুলেখা এবং তার ঠিক পেছনে মালেক। জিনিয়া লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে, গুনগুনিয়ে একটা গানও গাইছে। উত্তরের ঝর্নাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। চাঁদের আলোয় ওদের তিন জনকে খুব সুন্দর লাগছে। জিনিয়া বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। মালেক এবং জুলেখা পাশাপাশি হাঁটছে, ধীরে ধীরে। দূর থেকেও বুঝতে পারছে মিজান,

ওরা কথা বলছে, মাঝে মাঝে নীচু গলায় হাসছে। তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটল। খামাখা কত ভয় পেয়েছিল সে। ভেবেছিল জুলেখার সাথে কত কি সমস্যা হবে ভাই বোনের। অথচ দেখ, কত সহজে বন্ধু হয়ে গেছে ওরা। বয়েসের একটা ব্যাপার আছে। অকারণে এতো দিন রাগ করেছিল দুই ভাইবোন। ওদেরই ক্ষতি হয়েছে। পরক্ষনেই আরেকটা চিন্তা তাকে গ্রাস করল। সন্দেহ নেই, এখন যে মেয়েটিকে ওরা দেখছে সে হচ্ছে জুলেখা। চাঁদনী হঠাৎ কোথায় উধাও হল কে জানে? কিন্তু সে যখন ফিরে আসবে তখন কি হবে?

একটু পরেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ওরা। ঘন গাছপালার ভেতরে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল যেন। মনে মনে একটু অস্থির বোধ করছে মিজান। চাঁদের আলো থাকলেও বনের মধ্যে নজর বেশী দূর চলে না। ওদের একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। তাছাড়া, জুলেখার সাথে ওদেরকে এভাবে যেতে দেয়াটাও হয়ত ঠিক হয় নি। যদিও এখানেই বড় হয়েছে ওরা, এই বন-জঙ্গল, ঝর্না, পায়ে চলা পথ সবই ওদের নখদর্পনে, কিন্তু অনেক দিন হল এভাবে ওরা এই পথে হাঁটে নি, বিশেষ করে রাতে। জুলেখা মাঝে মাঝেই যায়। সে সাথে থাকায় একদিকে সাহস পাচ্ছে, অন্যদিকে ভয়ও হচ্ছে। যদি কোন কারণে চাঁদনী ফিরে আসে, তখন কি হবে কে জানে? মিনিট পনের পরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে ডেকের উপর হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করল মিজান। তার ইচ্ছে হচ্ছে সেও ওদের পিছু পিছু যায়। যতই সময় যাচ্ছে ততই অস্থিরতা বাড়ছে তার। পনের থেকে পঁচিশ, পয়ত্রিশ, চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। ওদের ফিরে আসার কোন লক্ষন নেই। মিজান জিনিয়াকে একটা টেকস্ট পাঠাল। - 'কোথায় তোরা? এখন ফিরছিস না কেন?'

মিনিট খানেক পেরিয়ে গেল। কোন উত্তর এলো না। এবার মালেককে টেকস্ট করল। - 'মালেক, বাসায় ফিরে এস'।

এবারেও কোন উত্তর এলো না। আর ধৈর্য রাখতে পারল না মিজান। জিনিয়াকে ফোন করল। ফোন বাজছে। ধরল না কেউ। চারবার বাজার পর ভয়েস মেইলে চলে গেল। ঘামতে শুরু করেছে মিজান। তার দুঃস্বপ্নই কি শেষ পর্যন্ত সত্যি হল? মালেককে ফোন করতে যাচ্ছিল, সেই সময় একটা মেসেজ এলো। চার-পাঁচটা ছবি পাঠিয়েছে জিনিয়া। আলো আধারীতে খুব পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে, সে ওয়ালনাট গাছটাতে চড়ে, একটা ডালের উপর দাঁড়িয়ে, দুই হাত শূন্যে তুলে হাসছে, মাটি থেকে ঠিক কত উঁচুতে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ঐ গাছটাকে খুব ভালো করেই চেনে মিজান। সবচেয়ে নীচু ডালটাই ফুট দশেক উঁচু। জিনিয়া গাছে চড়তে পছন্দ করত। ঝটপট ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঠে যেতে পারত। কিন্তু বড় হবার পর সে কখন ঐ গাছে ওঠে নি। ছেলের উপর রাগ হল মিজানের। মালেকের উচিৎ ছিল জিনিয়াকে থামানো। পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙলে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

মনস্থির করে ফেলল মিজান। ফ্লাশ লাইটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে ভেবেছিল বেসবল ব্যাটটাও নেবে, পরে সিদ্ধান্ত পালটাল। তাকে ব্যাট হাতে দেখলে জিনিয়াটা আবার হাসাহাসি শুরু করবে। দেখা যাবে ছবি তুলে সারা দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছে। পায়ে জুতা গলিয়ে, ফ্লাশ লাইটের আলো চারদিকে ফেলতে ফেলতে, জোর কদমে ওয়াল নাট গাছটার দিকে হাঁটতে থাকে মিজান। কিছু কিছু জায়গায় এখনও পানি জমে আছে।

প্যান্টটা ভিজল। তা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে। হাঁটতে হাঁটতেই জিনিয়াকে টেকস্ট করল – 'যলদি নীচে নাম। পড়ে যাবি'।

কোন উত্তর এলো না। হাঁটার জোর বাড়াল মিজান। পানির কলকল ছুটে যাবার শব্দ কানে আসছে। পুকুরের পার ধরে হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে আলো ফেলছে সে। অন্ধকার তার পছন্দ নয়। রাতে এই জঙ্গলে সে কবে শেষ এসেছে মনে করতে পারে না। কাছাকাছি পৌঁছে নাম ধরে কয়েকবার ডাকল মিজান। কোন জবাব এলো না। ওয়ালনাট গাছটার নীচে গিয়ে কাউকে দেখল না । চারদিকে আলো ফেলে ভালো করে দেখল। তাকে আসতে দেখে চুপটি করে কোথাও লুকিয়ে যায়নি তো? গুহাটার ভেতরেও খুঁজল। কারো কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তবে কি ওরা ফিরে গেল? যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফেরে নি। ফিরলে মিজানের সাথে দেখা হত। নিশ্চয় ঘুরে জঙ্গলের অন্যদিক দিয়ে বের হয়েছে। কম করে হলেও এক কিলোমিটার বেশী হাঁটা পথ। জঙ্গলও ওদিকটাতে ঘন। কি করবে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করল মিজান। ওদের পিছু পিছু না যাওয়া ছাড়া উপায় কি? মাঝপথে রণে ভংগ দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব না । ছেলেমেয়ে দুটোর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। ফ্লাশ লাইট বাগিয়ে ঘুর পথেই যাত্রা করল মিজান। সাহস পাবার জন্য একটা মোটাসোটা লাঠিও হাতে তুলে নিল।

শ' খানেক গজও যেতে পারে নি, ভেজা,পিচ্ছিল মাটিতে পা হড়কে ধপাস করে পড়ল, ফ্লাশ লাইট ছিটকে গেল, ভারসাম্য হারিয়ে গড়াতে গড়াতে ফুট দশেক দুরের এক বিশাল গাছের গুড়িতে জোরে ধাক্কা খেল। মুহুর্তের মধ্যে দু' চোখে অন্ধকার দেখল সে।

ঠিক কতক্ষন গেছে মিজান জানে না। চোখ খুলে দেখল চারদিকে অন্ধকার। উপরে, গাছের ডগায় চাঁদের আলোর ঝিলিমিলি। মাথা ঝেড়ে ওঠার চেষ্টা করতে গেল, পারল না। মাথাটা ঘুরে উঠল। তার বয়েস হচ্ছে। নিজের কাছে স্মীকার করল। পকেটে হাত দিয়ে মোবাইলটাকে বের করল। পাওয়ার নেই। নিশ্চয় নিচে পড়ার সময় শরীরের নীচে চাঁপা খেয়ে কিছু একটা গেছে। মাটিতে আছড়ে পিছড়ে ওঠার চেষ্টা করছে, সেই সময় জিনিয়া এবং মালেকের কণ্ঠ কানে এল। "বাবা! বাবা!"

মিজান চীৎকার করে উত্তর দিতে গিয়েও পারল না, মাথাটা আবার ঘুরে উঠল, ধপাস করে মাটিতে পড়ল সে। দু' চোখে আবার অন্ধাকার নেমে এল।

যখন চোখ খুলল, মিজান অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। ঘড়ি দেখল। রাত বারোটা। চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নীচে নামল। এখনও দূর্বল লাগছে, কিন্তু হাঁটা চলা করতে সমস্যা হল না। ভেড়ানো দরজাটা খুলে বাইরে করিডোরে পা রাখল। জুলেখার কামরা থেকে খুব হৈ চৈয়ের শব্দ কানে এল। মনে হচ্ছে জিনিয়া এবং মালেক তার সাথে খুব চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। নিঃশব্দে হেঁটে ঘরের ভেতর উঁকি দিল মিজান। মেঝেতে বসে তিনজন ক্যারাম খেলছে। কত কাল পরে ক্যারাম বোর্ডটা বের হল। কোথায় ছিল তার মনেও নেই। ছোট থাকতে মায়ের সাথে খুব খেলত দুই ভাইবোন। মিজান খেলাধুলায় কখনই খুব একটা আগ্রহী ছিল না। ভেতরেই হোক আর বাইরেই হোক। ওকে দেখে দৌড়ে এল জিনিয়া। "বাবা! উঠে গেছ তুমি? এমন সমস্যা কর না? তোমাকে জঙ্গলের মধ্যে কে যেতে বলেছে? তোমাকে খুঁজে পেতে আমাদের কত সমস্যা হয়েছে জান?"

মিজান গম্ভীর গলায় বলল, "তুই গাছে উঠেছিলি কেন?"
"তো কি হয়েছে? আমি তো সব সময়েই গাছে উঠতাম। আজকে উঠলাম তোমাকে একটু ভয় পাইয়ে দেবার জন্য।" খিল খিল করে হাসল জিনিয়া। তার সাথে গলা মেলাল জুলেখা। নীল রঙের একটা শাড়ী পরেছে সে। চুল খোপা করেছে। অপুর্ব সুন্দর লাগছে তাকে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার মত।
মালেক উঠে এল। "বাবা, তুমি বিশ্রাম নাও। মাথায় একটু ব্যাথা পেয়েছ বোধ হয়। খুব খারাপ না। একটু ফুলে গেছে। চল, আমি তোমাকে তোমার ঘরে দিয়ে আসি। একটা লম্বা ঘুম দাও, সকালে উঠে ভালো অনুভব করবে।"
ছেলেকে বাঁধা দিল মিজান। "তোকে আসতে হবে না। আমি এখন ভালো আছি। তোরা খেল। আমি একটা ব্যাথার অষূধ খেয়ে বিছানায় চলে যাচ্ছি।"
জুলেখাকে আরেক নজর দেখে নিজের ঘরে ফিরে গেল মিজান। জুলেখা তার দিকে হাসি মুখে একবার তাকাল। কিছু বলল না। তাকে দেখে খুব সুখী মনে হচ্ছে। প্রতিদিন যদি তাকে এইভাবে দেখতে পেত তাহলে মিজান আর কিছু চাইত না। জিনিয়া ভাইকে বসতে বলে মিজানের সাথে এলো। অষুধ খাওয়াল, বিছানায় শোয়াল, ভালো করে চাদর গুজে দিয়ে গুড নাইট বলল। যাবার আগে লাইট নিভিয়ে, দরজা টেনে দিয়ে গেল। চাঁদের আলো পর্দা উপচে ভেতরে এসে পড়েছে। আনমনে সেদিকে তাকিয়ে থাকল মিজান। জুলেখাকে এনেছিল নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করতে, ভুলেই গিয়েছিল জুলেখার নিঃসঙ্গতা কে দূর করবে?